জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস ২০২৬

(রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী ও আলোচনা সভা)

মহামান্য রাষ্ট্রপতি

জনাব হাফিজ উদ্দিন আহমদ বীর বিক্রম

ভাষণ

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়

২১ শ্রাবণ ১৪৩৩/০৫ আগস্ট ২০২৬

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

মাননীয় ভারপ্রাপ্ত স্পীকার, মাননীয় বিরোধী দলের নেতা, সরকার ও বিরোধী দলের চীফ হুইপ, সংসদ সদস্যবৃন্দ, বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ, প্রিয় শিক্ষার্থী ও উপস্থিত সুধীমণ্ডলী।

আসসালামু আলাইকুম ও শুভ বিকাল।

জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস-২০২৬ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ আয়োজিত এই মহতী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

এ আয়োজনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। একই সঙ্গে ‘রঙ তুলিতে জুলাই ২৪’ বিষয়ক চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা এবং ‘তারুণ্যের শক্তি, জুলাই গণঅভ্যুত্থান ও আগামীর বাংলাদেশ’ শীর্ষক রচনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ী সকল শিক্ষার্থীকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। আমি আশা করি, তোমাদের সৃজনশীলতা জুলাই গণঅভ্যুত্থানের ইতিহাসকে জীবন্ত রাখবে এবং ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের প্রতি দায়িত্ববোধকে আরও সুদৃঢ় করবে।

সম্মানিত সুধীবৃন্দ,

জুলাই গণঅভ্যুত্থান আমাদের জাতির ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। ২০২৪ সালের এই তাৎপর্যপূর্ণ দিনে ছাত্র-জনতার ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের মুখে কর্তৃত্ববাদী স্বৈরাচারী শাসক সদলবলে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। পতন হয় ফ্যাসিবাদী দুর্গের। বাংলাদেশের আকাশে উদিত হয় নতুন সূর্য।

সম্মানিত সুধীমণ্ডলী,

কোনো গণঅভ্যুত্থান আকস্মিকভাবে ঘটে না। যখন দীর্ঘদিন ধরে মানুষের ভোটাধিকার ক্ষুণ্ন হয়, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান দুর্বল হয়ে পড়ে, সরকারের জবাবদিহিতা থাকে না এবং নাগরিকরা নির্যাতন, নিপীড়ন, দুর্নীতি, বৈষম্য ও দুঃশাসনের শিকার হতে থাকে, তখন পরিবর্তনের দাবি ইতিহাসের অনিবার্য বাস্তবতায় পরিণত হয়।

এই গণঅভ্যুত্থান কেবল একটি রাজনৈতিক পরিবর্তনের ঘটনা নয়; বরং ন্যায়বিচার, গণতন্ত্র, ভোটাধিকার, মর্যাদা এবং জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থার জন্য জনগণের ঐক্যবদ্ধ আকাঙ্ক্ষার ঐতিহাসিক বহিঃপ্রকাশ।

২০২৪ সালের জুলাইয়ে ছাত্রসমাজের ন্যায্য দাবির সঙ্গে সাধারণ মানুষের সেই দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষা মিলিত হয়ে একটি ঐতিহাসিক গণজাগরণের জন্ম দেয়। নিরীহ ও নিরস্ত্র শত-শত ছাত্র-জনতার নির্মম হত্যাকাণ্ড এই গণজাগরণকে গণবিস্ফোরণে পরিণত করে।

আজকের এই দিনে আমি গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সকল বীর শহিদকে। শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি আন্দোলনে আহত সেইসব সাহসী শিক্ষার্থী-তরুণ ও গণমানুষকে, যাঁদের অনেকেই পঙ্গুত্ববরণ করেছেন; আজও আত্মত্যাগের ভার বহন করছেন। শহিদ পরিবারের সদস্যদের প্রতিও জানাই গভীর সমবেদনা। তাঁদের আত্মত্যাগ আমাদের জাতির বিবেককে চিরকাল জাগ্রত রাখবে।

সম্মানিত জনপ্রতিনিধিবৃন্দ,

জুলাইয়ের শিক্ষা কেবল অতীত স্মরণে নয়; ভবিষ্যৎ নির্মাণে, জুলাই যোদ্ধাদের স্বপ্ন বাস্তবায়নে। এই শিক্ষা আমাদের মনে করিয়ে দেয়—জনগণই রাষ্ট্রের প্রকৃত মালিক। আর গণতন্ত্রের প্রকৃত ভিত্তি হলো এই জনগণ, জনগণের কল্যাণ ও জনস্বার্থ। তার জন্য প্রয়োজন অবাধ মতপ্রকাশ, বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন, আইনের সুশাসন, জবাবদিহিতা এবং কার্যকর গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান।

গণতন্ত্রের বিষয়ে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনের বিখ্যাত উক্তি এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছিলেন, গণতন্ত্র হলো:

"Government of the people, by the people, for the people."

অর্থাৎ, "জনগণের সরকার—জনগণের দ্বারা পরিচালিত, জনগণের জন্য নিবেদিত।"

এই আদর্শ তখনই অর্থবহ হয়, যখন জনগণ অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারেন এবং সেই প্রতিনিধিরা জনগণের কাছে জবাবদিহি ও দায়বদ্ধ থাকেন।

এই কারণেই জাতীয় সংসদ কেবল একটি আইন প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠান নয়; এটি জনগণের সার্বভৌম ইচ্ছার সাংবিধানিক প্রকাশ, গণতন্ত্রের প্রাণকেন্দ্র এবং জাতির বিবেক।

আমাদের অতীতের অভিজ্ঞতা শিক্ষা দেয়, যখন নির্বাচন জনগণের আস্থা হারায়, সংসদ কার্যকর বিতর্ক ও জবাবদিহির মঞ্চ হিসেবে সম্পূর্ণ দুর্বল হয়ে পড়ে এবং রাষ্ট্রীয় ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলো নিরপেক্ষ ও স্বাধীনভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারে না, তখন গণতন্ত্রও দুর্বল হয় এবং রাষ্ট্রের ভিত নড়বড়ে হয়ে যায়।

সম্মানিত সংসদ সদস্যবৃন্দ,

সংসদ হলো জনগণের প্রতিনিধিদের মিলনস্থল—যেখানে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, মতামত ও স্বার্থ প্রতিফলিত হয়। সরকার সংসদের কাছে জবাবদিহি করে, আর সংসদ জনগণের কাছে। এই ধারাবাহিক জবাবদিহিতাই গণতন্ত্রকে কার্যকর ও অর্থবহ করে।

তাই একটি শক্তিশালী জাতীয় সংসদ ছাড়া শক্তিশালী গণতন্ত্র গড়ে ওঠে না। সরকার ও বিরোধী দলের সাংবিধানিক দায়িত্ব হলো—দলীয় অবস্থানের ঊর্ধ্বে উঠে জাতীয় স্বার্থ, সংবিধানের মর্যাদা এবং জনগণের অধিকার সমুন্নত রাখা।

সম্মানিত জনপ্রতিনিধিবৃন্দ,

এজন্য আমাদের অবাধ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। একইসঙ্গে একটি স্বাধীন বিচারব্যবস্থা, শক্তিশালী ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন, পেশাদার ও সৎ প্রশাসন, দায়িত্বশীল ও স্বাধীন গণমাধ্যম এবং দুর্নীতিমুক্ত সমাজ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

একটি কার্যকর জাতীয় সংসদই এই প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর কেন্দ্রবিন্দু, যেখানে সরকারের জবাবদিহি নিশ্চিত হবে এবং জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো যুক্তি, তথ্য ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার ভিত্তিতে নিষ্পত্তি হবে।

গণতন্ত্রে সরকার যেমন অপরিহার্য, তেমনি একটি দায়িত্বশীল ও কার্যকর বিরোধী দলও অপরিহার্য। মতপার্থক্য থাকবে, রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা থাকবে, কিন্তু রাষ্ট্র, সংবিধান ও জাতীয় স্বার্থের প্রশ্নে আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।

জুলাই গণঅভ্যুত্থান আমাদের আরও একটি শিক্ষা দিয়েছে—জাতীয় সংকটে জনগণের ঐক্যের কোনো বিকল্প নেই। ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, কৃষক, শ্রমিক, কর্মজীবী, পেশাজীবী, নারী-পুরুষ এবং সর্বস্তরের মানুষের সম্মিলিত অংশগ্রহণেই ইতিহাসের সেই অধ্যায় রচিত হয়েছিল। সেই ঐক্যকে আমাদের এখন রূপ দিতে হবে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি, সামাজিক সম্প্রীতি এবং দায়িত্বশীল রাষ্ট্রচর্চায়। মনে রাখতে হবে, এই ঐক্য বিনষ্ট হলে পতিত স্বৈরাচার ও ফ্যাসিবাদী শক্তি পুনরায় জেগে উঠবে। যা গ্রাস করে নিতে পারে গণঅভ্যুত্থানের সাফল্য।

প্রিয় শিক্ষার্থীরা,

আজকের এই রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় তোমাদের অংশগ্রহণ আমাকে গভীরভাবে আশাবাদী করেছে। তোমরাই আগামীর বাংলাদেশের নির্মাতা। তোমরা হয়তো জানো, ২০২৪ এর গণঅভ্যুত্থানে বড়দের সাথে শিশুরাও রাজপথে নেমে এসেছিল। UNICEF- এর হিসাবে ঐসময়ে প্রায় শতাধিক শিশু নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে। এই নতুন বাংলাদেশের মাটিতে আমরা এই নিষ্ঠুরতার আর পুনরাবৃত্তি দেখতে চাই না।

তোমাদের কাছে আমার আহ্বান—শুধু জ্ঞান অর্জন নয়, সত্যনিষ্ঠা, মানবিকতা, দেশপ্রেম, নৈতিকতা এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে সাহসী অবস্থানকে জীবনের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করো। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, গবেষণা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে বাংলাদেশকে বিশ্বে আরও মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করো।

সম্মানিত সুধীবৃন্দ,

জুলাই গণঅভ্যুত্থান একটি নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে। এখন আমাদের দায়িত্ব সেই সম্ভাবনাকে একটি ন্যায়ভিত্তিক, গণতান্ত্রিক ও মানবিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় রূপ দেওয়া। আমরা এমন একটি বাংলাদেশ গড়তে চাই, যেখানে প্রতিটি নাগরিক সমান মর্যাদা ও অধিকার ভোগ করবেন; যেখানে রাষ্ট্র হবে বৈষম্যহীন, ভয় ও প্রতিহিংসামুক্ত; এবং যেখানে জনগণের আস্থা হবে রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় শক্তি।

আসুন, আমরা অঙ্গীকার করি—জুলাইয়ের আত্মত্যাগকে জাতীয় জীবনের প্রেরণায় রূপ দেবো; গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সুদৃঢ় করবো; জাতীয় সংসদের মর্যাদা ও কার্যকারিতা সমুন্নত রাখবো; এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এমন একটি বাংলাদেশ রেখে যাবো, যেখানে ক্ষমতার নয়, আইনের সুশাসনের বিজয় হবে; বিভেদের নয়, জাতীয় ঐক্যের জয় হবে; ব্যক্তি বা দলের নয়, জনগণের স্বার্থই হবে রাষ্ট্র পরিচালনার সর্বোচ্চ মানদণ্ড।

সকল গণতান্ত্রিক শক্তিকে ফ্যাসিবাদ, চরমপন্থা ও উগ্রবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

মহান আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের প্রিয় বাংলাদেশকে শান্তি, স্থিতিশীলতা ও সমৃদ্ধি দান করেন; আমাদের গণতন্ত্রকে সুদৃঢ় করেন; জাতীয় সংসদের মর্যাদা সমুন্নত রাখার শক্তি দান করেন; এবং জনগণের কল্যাণে সততা, প্রজ্ঞা ও ন্যায়ের সঙ্গে দায়িত্ব পালনের তাওফিক দান করেন।

আপনাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।